বাংলাদেশ দূতাবাস

বেইজিং

০৮ আগস্ট ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

যথাযথ মর্যাদায় বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এ বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব - এঁর জন্মবার্ষিকী পালন

আজ ০৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর সুযোগ্য সহধর্মিনী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫-ই আগস্ট শাহদত বরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যান কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়। এরপর বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ জসীম উদ্দিন, এনডিসি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, শৈশব থেকেই বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বঙ্গমাতার জীবন ছিল গৌরবের ও অর্জনের। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সংগ্রামের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মহীয়সী বঙ্গমাতা সতত প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং পাশে থেকেছেন ছায়ার মত। তিনি আরও বলেন, বঙ্গমাতা ছিলেন অদম্য স্পৃহার অধিকারী, চিন্তাশীল, প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষ এবং এ সবকিছু ছাপিয়ে বঙ্গমাতা একজন অত্যন্ত দেশপ্রেমী। স্বাধীন সার্বভোম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে জাতির একজন নীরব সংগঠক হিসেবে বাঙ্গালীর মুক্তির সংগ্রামে শরিক হয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার পরও বঙ্গবন্ধুর সাথে তিনি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামে বঙ্গমাতার অনুপ্রেরণা সকলের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে বলে রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে দেশ গড়ার প্রত্যয়ে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। আলোচনায় চীনে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির সদস্যরাও অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব- এঁর জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা, তাদের পরিবারবর্গ, কর্মচারীগণ ও প্রবাসী বাংলাদেশীরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

*****

Embassy of Bangladesh Beijing বাংলাদেশ দূতাবাস